য়যায়দিন

তারিখ . 28 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ..৫.. কলাম ..৪..

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই

মানুষের মৌলিক অধিকার পাঁচটির মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া একটি জাতি কখনো উন্নতি সাধন করতে পারে না। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষার হার খুবই কম। এর প্রধান কারণ প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘঠিত হওয়া। শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস এখন এমন ব্যাপক আকার ধারণ করছে যে এ নিয়ে শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং অভিভাবকরা চিন্তিত।

রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে প্রায় প্রতিটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলছে। বর্তমান শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ না রেখে ছাত্ররা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্র ছায়ায় সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, অপহরণসহ বিভিন্ন অপকর্ম চালিয়ে জ্ঞান অর্জনের মতো পবিত্র অঙ্গনকে কলুষিত করছে। এতে ছাত্ররা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি জাতিকে ঠেলে দিচ্ছে ঘোর অন্ধকারে।

দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞান অর্জনের উচ্চ স্থান হলেও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ আর শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ নেই। কারণ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ সন্ত্রাসীদের কবলে। যে হাতে ছাত্রদের কলম থাকার কথা, সে হাতে তারা তুলে নেয় অস্ত্র। যে আবাসিক হলে ছাত্রদের বই পড়ার গুন গুন শব্দ শোনার কথা, সেখানে শোনা যাচ্ছে বোমা আর বুলেটের শব্দ। প্রায় প্রতিদিনই রক্ত ঝরছে দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অঙ্গনে। সামান্য কথায় ছুরি, হকিস্টিক, বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একদল অন্য দলের ওপর। হাজার হাজার গরিব ও মেধাবী ছাত্র জিম্মি হয়ে আছে বহিরাগত মাস্তানদের হাতে। সন্ত্রাসীর এমন গোলাগুলিতে আতঙ্কিত নগরবাসী। সন্ত্রাসীদের এমন কার্যকলাপের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে।

আমরা জানি ছাত্ররা শিক্ষাঙ্গনে আসে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে; কিন্তু তারা তা বাদ দিয়ে বিভিন্ন অসৎ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে

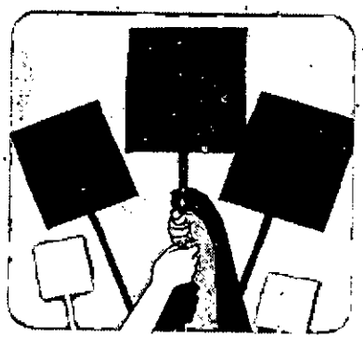

বলা হয় মানুষ গড়ার কারখানা অথচ এগুলোতে রাজনীতির নামে অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চলছে। এখানে ছাত্রদের হাতে তুলে দেয় হচ্ছে কলমের বদলে অস্ত্র। আর তাদের অস্ত্র-সস্ত্র দিয়ে মদদ দিচ্ছে একদল রাজনৈতিক নেতা। মেধাবী ছাত্রসমাজ রাজনীতির চক্রান্তে পড়ে সন্ত্রাসীতে পরিণত হচ্ছে। আবার রাজনৈতিক নেতার নির্দেশ পেলেই তারা শিক্ষাঙ্গনে আক্রমণ করে শিক্ষার পরিবেশ বিপর্যস্ত করছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নানা কারণে সংঘঠিত হচ্ছে। ছাত্র রাজনীতি, নীতি বর্জিত শিক্ষক রাজনীতি, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের অবনতি, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষানীতি এবং প্রশাসনের দুর্বলতাই এর কারণ।

সন্ত্রাস সামাজিক ব্যাধি। ভাইরাস জীবাণুর মতো এটা চারদিকে সংক্রামিত হচ্ছে। এ অবস্থায় যদি শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য কঠোর ও বাস্তব আইন প্রণয়ন করে জাতিকে রক্ষা করা না হয়, তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তলিয়ে যাবে একদিন।

আমাদের দেশে সন্ত্রাস দমনে আইন প্রণয়ন করা হলেও তা বাস্তবমুখী নয়। এ আইনে রয়েছে ফাঁক, যা দিয়ে সন্ত্রাসী বের হয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। যা দেখে অন্যদের সাহস বেড়ে যায়। ফলে তারা বিভিন্ন অপরাধভিত্তিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।

সন্ত্রাস নির্মূলে ফাঁক-ফোকড়বিহীন আইন প্রণয়ন করতে হবে। বন্ধ করতে হবে অবৈধ অস্ত্র আসার পথ। গড়ে তুলতে হবে গণসচেতনতা। শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক হতে হবে গভীর। ছাত্রদের লেখাপড়ার পাশাপাশি বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

কেবল আইনের মাধ্যমে সন্ত্রাস নির্মূল সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের সচেতনতা। দেশের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল। এজন্য ছাত্র, শিক্ষক, প্রশাসন, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

শাফিউল আলম (টিপু)
বিইউবিটি, ঢাকা
alam_658@yahoo.com